launcherz
Public Relations & Events

CLIPPINGS
Client Calcutta Chamber of Commerce
Publication Bartaman
Events 188th AGM
Date 27.9.19
page no - 13

বর্তমান

উন্নয়ন নিয়ে ফের মমতার প্রশংসায় ধনকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকারের গলায়। দিন তিনেক আগেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দয়ালু ও নরম মনের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এবার বললেন, মমতা তাঁর বন্ধু। তাঁর আমলে রাজ্যের যে জোরদার উন্নয়ন হয়েছে ও হচ্ছে, বৃহস্পতিবার তা অকুণ্ঠ ভাষায় জানিয়ে দিলেন রাজ্যপাল। সম্প্রতি যাদবপুর কাণ্ডকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার এবং রাজভবনের মধ্যে তিক্ততা সামনে এসেছে। তারই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি যেভাবে আস্থা প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল, তাকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। নয়া রাজ্যপাল বিজেপির হয়ে পক্ষপাতিত্ব করছেন, এমন অভিযোগও ইতিমধ্যেই করেছে শাসকদল। এদিন নিজেকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল গভর্নর' হিসেবে পরিচয় দিয়ে ধনকার বলেন, আমি কোনও এজেন্ডা নিয়ে এখানে রাজ্যপাল হয়ে আসিনি।

ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্সের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল এদিন কলকাতা নিয়ে তাঁর পুরনো স্মৃতির কথা উল্লেখ করেন। জানান, আইনজীবী হিসেবে তিনি বহুবার এখানে এসেছেন। কিন্তু এমন একটা বাতাবরণ ছিল সেই সময়, যখন ধর্মতলায় হোটেল থেকে বেরলে একটা ট্যাক্সি পেতেও সমস্যা হতো। কারণ রাস্তায় তখন বিক্ষোভ চলত কোনও না কোনও কারণে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হতো, আধ মাইল হাঁটলে হয়তো আমি ট্যাক্সি ধরতে পারব। এরপর আমাকে যখন কলকাতায় রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হল, তখন অনেকেই বলেছিলেন, এটা কিন্তু একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে তো তার সমাধান আছে। তা চ্যালেঞ্জ কেন হবে? কলকাতা এক সময় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর ইতিহাস ছিল গৌরবময়। 'ভদ্র মানুষ'দের বাস হিসেবে কলকাতাকে চিহ্নিত করা হতো। এখানকার শিক্ষার গরিমাও কম নয়। আমাদের আবার সেই উজ্জ্বল বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি বুঝতে পারছি, সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে সর্বত্র, তা প্রশংসনীয়। রাস্তাঘাট ভালো হয়েছে। কলকাতায় উড়ালপুল হয়েছে অনেক। এমনকী শিলিগুড়িতে গিয়েও দেখেছি, সুন্দর রাস্তা। বিশ্ববাংলা কনভেনেশন সেন্টার দেখে মনে হয়েছে দেশের সেরা কনভেনশন সেন্টার। মুখ্যমন্ত্রীকে তা জানিয়েছি।

এদিন বণিকসভার অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিয়েছেন, যদি শিল্পমহলেরও কোন বক্তব্য থাকে, তাহলে তা তিনি রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। যে কোনও বিষয়ে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পিছপা হবেন না। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা করার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি সেই কর্তব্য পালন করবেন। তাঁর কথায়, আমি কোনও এজেন্ডা নিয়ে আসিনি। আমার যেখানে এক্তিয়ার নেই, সেখানে পরামর্শ দিতে পারি মাত্র। কিন্তু যেখানে আমার অধিকার আছে, সেখানে আমি সংবিধানের স্বার্থে অবশ্যই সরব হব।